OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 273 - 278
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘বিনদনি’ ও ‘মাকচক হরিণ’ : এক কৌম ভাষা ও কৌম জাতির ক্রমবিলীয়মান অস্তিত্বের আখ্যান

ড. অর্পিতা রায় মৌলিক
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, বজবজ কলেজ
Email ID : amiatri123@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Rava Language, Heritage, Ethnicity, Culture, Existence.

Abstract
Amiya Bhushan Majumdar, a renowned and exceptional writer of Bengali literature. In most of his works, North Bengal is colourfully portrayed in its multi-varied aspects. He brings North Bengal, the nature and people’s life there, into the landscape of his works and presents their forest-centric life story also. However, it would be bit unfair to call his works only nature-centric. In many cases, shades of Scandinavian literature can be found in Amiya Bhushan’s works. Makchak Harin and Binodoni are his two such creations. Here, the story of a tribal community called Rava and the many crises that are looming over them find their exposure. One such crisis is the crisis of language. The Rava language is rapidly declining. Though the Rava language has a rich cultural heritage, it is currently classified as a ‘vulnerable language’ by UNESCO due to declining number of its speakers and the increasing influence of the other dominant languages. When a community loses its language, its survival is at stake and the roots of its very existence are cut off. This is exactly what happened to the Rava tribe. This discussion will attempt to address this issue and emphasise on the reasons lurking behind this tragedy.

Discussion

রাভা ভাষা চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) ভাষা পরিবারের তিব্বতি-বার্মান (Tibeto-Burman) শাখার অন্তর্গত। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাভা ভাষা প্রচলিত। এক গভীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও এই ভাষা আজ অনেকাংশেই বিপন্ন। আসলে যেকোনো জাতির কাছেই তার ভাষা হল এক অনন্য সম্পদ। কিন্তু সেই মাতৃভাষাই যদি কখনো বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন খুব সঙ্গত ভাবেই সেই গোষ্ঠীর অস্তিত্বের শেকড়েই যেন আঘাত পড়ে। আর ঠিক সেটাই হয়েছে রাভাদের ক্ষেত্রে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষার প্রভাবে রাভা জনজাতি আজ তাদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেলছে। আর ঠিক এই কারণেই জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন তাঁর ‘Linguistic Survey of India’ গ্রন্থে (৩য় খন্ড, ২য় পর্ব) রাভা ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই ভাষাকে দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু এক ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৬১ সালের জনগননা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ৬০০০ জন রাভা জনজাতির মানুষদের মধ্যে ৫০০০ জন তাদের মাতৃভাষা হিসেবে রাভা ভাষা ব্যবহার করত। অথচ ২০০১ সালের জনগননার তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে রাভা জনজাতির মানুষের সংখ্যা ১৫০১৪ জন হলেও তাদের মধ্যে মাতৃভাষা হিসেবে রাভা ভাষাকে বেছে নেওয়ার সংখ্যাটা অনেকটাই কম। নিঃসন্দেহেই এই তথ্য বেদনাদায়ক। ভাষার এই বিপন্নতা কিভাবে এক জাতিসত্তার বিপন্নতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও প্রতিফলিত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস সেকথাই তার পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

বহু জাতি ও উপজাতির মানুষদের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ। মেচ, ভুটিয়া, লেপচা, রাভা, টোটো, কোচ, লিম্বু, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, রাজবংশীসহ বহু মানুষের সহাবস্থান উত্তরের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে এক নিজস্বতা দান করেছে। এইরকমই এক উপজাতি সম্প্রদায় হল রাভা। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গসহ উত্তর-পূর্ব ভারতই মূলত তাদের আবাস স্থল। কর্ম তথা জীবিকার ভিত্তিতে রাভারা মূলত পাঁচটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। সেগুলি হল রংদানিয়া, পাতি, দাহুরী, মাইতোরী এবং কোচ। এদের মধ্যে কোচদের বাদ দিলে বাকী চারটি উপগোষ্ঠীর নামের উৎস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা অনেকটা এরকম - রাভাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে রঞ্জন দ্রব্য জোগাড়ের দায়িত্ব যাদের ওপর ছিল তারাই রংদানিয়া রাভা নামে পরিচিত। অন্যদিকে লম্বা আঁকশির সাহায্যে কাক তাড়ানোর দায়িত্ব যাদের ওপর ছিল তারা দাহুরী রাভা নামে পরিচিত। অন্যদিকে উৎসব অনুষ্ঠানে রান্না-বান্না ও পরিবেশনের ভার ছিল মাইতোরী রাভাদের ওপর। পাতি রাভাদের কাজ ছিল পাতা সরবরাহ করা। তবে কোচ রাভাদের নামকরণের উৎস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকের মতে 'কম্বোজ' শব্দটি থেকেই কোচ শব্দটির উৎপত্তি। আবার অনেকের বক্তব্য 'কুবাচ' অর্থাৎ দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলার কারণেই এদের নামের সঙ্গে 'কোচ' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। তবে 'কম্বোজ' শব্দটি থেকেই 'কোচ' এর উৎপত্তি বলেই অধিকাংশ পণ্ডিত মত পোষণ করে থাকেন। তবে এরা ছাড়াও চুঙা, বিটালিয়া, টোটনা, হানা নামেও রাভাদের বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠী আছে।

অন্যান্য সাধারণ জাতি ও উপজাতির মানুষদের মতো রাভাদেরও রয়েছে নিজস্ব ভাষা, যা তাদের স্বকীয়তার পরিচয়বাহী। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে রাভা জাতি ও তাদের ভাষা সমনামে পরিচিত। এই আলোচনায় একথা আগেও বলা হয়েছে যে পারিপার্শ্বিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে রাভা ভাষা তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। এই বিষয়ে ড. সুধীর কুমার বিষ্ণুর মূল্যবান একটি মন্তব্য অবশ্যই উল্লেখ্য -

> "উত্তরবঙ্গের রাভা ভাষাভাষীরা তাদের জাতিগত পরিচয় সম্পর্কে যেমন অজ্ঞ, তেমনি তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কেও তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। এমনকি তারা এখন নিজেদের মাতৃভাষায় বাক্ বিনিময় না করে প্রতিবেশী রাজবংশীদের ভাষা ব্যবহার করে। বিশেষ করে গ্রামবাসী রাভারা তাদের মাতৃভাষা প্রায় বিস্মৃত হয়েছে। ...প্রবীন রাভাদের মধ্যে অনেকে পিতৃপুরুষদের কাছে শুনেছিলেন যে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিন কামাখ্যাগুড়ি, বাকলার পাড়, কোচবিহার জেলার বোচামারি, বড় শালবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বহু সংখ্যক রাভা বসবাস করত এবং তারা প্রত্যেকেই মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলত। সেই সময় এই অঞ্চলে বহু সংখ্যক রাভা জনজাতির লোকেরা বসবাস করত। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে অনেকেই পার্শ্ববর্তী গোয়ালপাড়া জেলায় চলে গিয়েছিলেন। কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তবে গ্রামবাসী রাভাদের মতো অরণ্যবাসী রাভারা তাদের মাতৃভাষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়নি বা পরিত্যাগ করেনি। দুর্গম অরণ্যের মধ্যে বাস করার ফলে তাদের সঙ্গে অন্যান্য ভাষা সম্প্রদায়ের আদান-প্রদান কম হয়েছিল। ভাষা সংশ্রবের প্রভাব থেকে তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজেদের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। বর্তমানে অরণ্য বস্তীগুলিতেও বহিরাগতদের কাছে সুগম হয়ে উঠেছে এবং রাভারাও জীবিকার প্রয়োজনে লোকালয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে। কিছু কিছু অরণ্যবস্তীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা এবং শিক্ষকরা অধিকাংশই বাঙালী। ফলে রাভা ভাষার যে অবক্ষয় গ্রিয়ার্সন লক্ষ্য করেছিলেন সেই অবক্ষয় প্রান্ত উত্তরবঙ্গে রাভা ভাষাকে দ্রুত অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট রাভা কবি ও প্রাবন্ধিক সুশীল কুমার রাভা ও দয়চাঁদ রাভার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ডিপসিং' পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু প্রবন্ধ রাভা ভাষা তথা রাভা জাতিসত্তার বিপন্নতার কথা খুব বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরে। উদাহরণ হিসেবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষীরোদ চন্দ্র রাভার 'কিছু কথা' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবন্ধটির একটি অংশে তিনি বলেছেন -

> "পশ্চিমবঙ্গবাসী রাভাদের সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল ভাষা সম্পর্কিত সমস্যা। বনবস্তিবাসী রাভারা মাতৃভাষা (রাভা) ব্যবহার করলেও অপরাপর অঞ্চলের রাভারা তা করে না। বয়ঃজ্যেষ্ঠ রাভারা রাভা ভাষা জানলেও তা ব্যবহার করেন না। অপর দিকে বর্তমান প্রজন্ম (বেশীর ভাগই) এই ভাষা জানে না। এককথায় বলা যায় এরা সাধারণত স্থানীয় রাজবংশী নয়তো বাংলা ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত।"[২]

একই ভাবনারই প্রতিফলন দেখা যায় এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত আরও একটি প্রবন্ধে, যেখানে বলা হয়েছে -

> "পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন তাদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রয়েছে ঠিক তেমনি রাভা জনগোষ্ঠীরও নিজস্ব ভাষা, কলা-কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বর্তমান। রাভারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষাকে বলা হয় 'কোচা-ক্রৌ'। রাভারা নিজেদের মধ্যে ভাব পরিচয়, আলাপ-আলোচনা এই ভাষায় করে থাকে। ...মাতৃভাষা মাতৃ-দুগ্ধসম বিবেচিত হলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রাভা ভাষার প্রচলন বা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় অনেকটা কমে গেছে। জলপাইগুড়ি জেলার বনবস্তি এলাকাগুলোতে রাভা ভাষার প্রচলন থাকলেও কোচবিহার জেলায় এই ভাষার প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। কোচবিহারে বসবাসকারী রাভা জাতির মানুষজন বিভিন্ন এলাকাতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করায় নিজস্ব ভাষা, কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি ভুলে ধার করা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত। এটা বড়ই লজ্জার।"[৩]

নিঃসন্দেহেই এই সংক্রান্ত তথ্য রাভা ভাষা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ নিজেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট যখন সেই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের কলমেই উঠে আসে তখন তার সত্যতা অনস্বীকর্য। তবে এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে শুধুমাত্র রাভা ভাষার বিপন্ন অস্তিত্বকে তথ্যসূত্রে গেঁথে তুলে ধরা তা কিন্তু নয়, বরং এর পাশাপাশি সাহিত্যেও তার রেখাপাত কিভাবে ঘটেছে সেই বিষয়টিকেও এই আলোচনায় ফুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। সেই সূত্রধরেই এই আলোচনায় উঠে এসেছে অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা দু'টি অনবদ্য উপন্যাস – 'বিনদনি' ও 'মাকচক হরিণ'। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমাদের এই লেখকের ছিল এক আত্মিক যোগ। দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারে বসবাসের সুবাদে উত্তরবঙ্গের, বিশেষত এই প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলকে তিনি তাঁর হাতের তালুর মতই চিনতেন। এ বিষয়ে আশির দশকে আকাশবাণীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ নিজেই বলেছিলেন যে দীর্ঘকাল ধরে এখানে বসবাসের সুবাদে এই অঞ্চলের সবকিছুকেই তিনি অনেক বেশি চেনেন। তাই লেখার প্রেক্ষাপট বা বিষয় সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলে অনুষঙ্গ হিসেবে সেসবই তাঁর মনে আসে আর কাগজে বসে যায়। 'বিনদনি' ও 'মাকচক হরিণ' লেখকের এমনই দুই সৃষ্টি যেখানে তিনি এই রাভা জনজাতির মানুষদের কথা তাঁর পাঠককে শুনিয়েছেন।

উপন্যাস দু'টিতে রাভাদের বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, চিন্তা-চেতনার কথা যেমন উঠে এসেছে ঠিক তেমনি তাদের অস্তিত্বের বহুমুখী সংকটের কথাও উঠে এসেছে। ভাষার সংকট এমনি এক সংকট। ক্রমবিলুপ্ত এই ভাষা কিভাবে রাভা জাতিসত্তার বিপন্নতাকে তুলে ধরেছে তার দৃষ্টান্ত এই উপন্যাস দু'টিতে বহুবার বহুভাবে উঠে এসেছে। 'বিনদনি' উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র জেন ম্যাডামের ভাবনায় সে কথাই যেন প্রকাশ পায় —

> "অহোমদের আগে, মেইতেইদের আগে তারা, রাভারা, এই দেশে ঢুকেছিল। আর্যদেরও আগে হয়তো। কিরাতদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে আর্যরা পূর্বদিকে এগোতে পারে নি। অহোমদের, দেখো, নিজেদের ভাষা আর নেই। আর রাভা কোচদের দেখো নিজেদেরই ভাষা যা আর্যদের সংস্কৃত-অর্ধমাগধি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। অথচ সেই ভাষা দেখো, লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ভাষা গেলে সংস্কৃতি থাকে, সংস্কৃতি গেলে ভাষা?"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সত্যিই এ এক অনস্বীকার্য সত্য। নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়লে সেই জাতিসত্তার স্বকীয়তাও বিপন্ন হতে বাধ্য। উপন্যাসে খুব সুন্দর ভাবে জোন ম্যাডামের কথার মাধ্যমে বিষয়টি উঠে এসেছে -

> "ভাষা কি করে একটা জাতির বাসস্থান, আবহাওয়া, নদ-নদী, পাহাড়, বন, আকাশ, শস্যক্ষেত্র, সামাজিক আচার, রুচি, অরুচি, সমাজের মানুষগুলোর পরস্পর সম্বন্ধ ধরে রাখে, ভাবলে অবাক হতে হয়। চিন্তার নিজের চেহারা নেই, চেহারা দিতে গেলে জাতির চারপাশে ওইগুলি থেকে ছবি তুলে আনা হয়। সুতরাং ভাষা শুধু চিন্তাকে ধরে রাখে না, জাতির ব্যক্তিত্ব আর কোথায় সে ব্যক্তিত্বের অবস্থান তাও ধরে রাখে। বলা যায় একটা জাতির মৃত্যু ও একটা ভাষার মৃত্যু প্রায় একই কথা।"[৫]

রাভা ভাষার এই ক্রমবিলুপ্তির চেহারাটা 'বিনদনি' উপন্যাসের জেন ও জোন ম্যাডামের সমীক্ষাতেও উঠে আসতে দেখা যায়। রাভা ভাষা শেখার জন্য তল্লিগুড়ি নামের একটি গ্রামকে নির্বাচন করে তাঁরা দেখেন যে সেখানে প্রতি দশ বছরে লোকগণনায় রাভাদের সংখ্যা কমেছে। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি এতোটাই ভয়াবহ যে সম্পূর্ণ গ্রামে একশো ঘর রাভাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যারা আছে তাদের ভাষার কথা যদি বলা যায় তবে দেখা যায় যে সেখানে বসবাসকারী রাভাদের মধ্যে যাদের বয়স কুড়ির নীচে মাতৃভাষার সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয়ই নেই, একটি রাভা শব্দও তারা হয়তো জানে না। বাংলা ভাষাই তাদের কথা বলার মাধ্যম। অন্যদিকে যাদের বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে তারা রাজবংশী ভাষার সঙ্গে দু'চারটে রাভা শব্দও ব্যবহার করেন। তবে চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিরা কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে রাভা ভাষায় কথা বলেন। ভাষাটির এই ক্রমবিলুপ্তির কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক মূলত দু'টি বিষয়কেই এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন। একটি হল, রাজার ভাষাই একমাত্র ভাষা। তাই রাজার পরিবর্তন ঘটলে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে যায়। আর অন্য কারণটি হল রাজ্যহীন জাতি কখনোই নিজের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি রাভা শব্দের একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শব্দটি হল 'হাওরীয়া'। রাভা ভাষায় এই 'রীয়া' শব্দটির অর্থ 'নাই'। তাই এই ভাষায় কাউকে 'মায়রীয়া' বললে তার মা না থাকাকে বোঝায়। অন্যদিকে 'হা' শব্দটির অর্থ পৃথিবী অর্থাৎ মাটি, জমি। তাই 'হাওরীয়া' বলতে বোঝায় ভূমিহীন। 'বিনদনি' উপন্যাসের কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য –

> "মায়রীয়া আর হাওরীয়া একই জাতের শব্দ বটে, আগে হয়তো শব্দ দুটোতে সমবেদনা থাকতো। এখনও বিনদনির মুখে মায়রীয়া ব্যাটায় ভালবাসা। কিন্তু হাওরীয়ার এমন কিছু আছে যাতে সমবেদনা নেই, বরং তিরস্কার আছে, যাতে হাওরীয়াকে হাওরীয়া বললে সে রাগে খেপে যাবে। আর তার কারণ কি এই যে রাজার ভাষাই ভাষা, রাজা বদলালে ভাষা বদলাবে। আগের ভাষা তখন মরে যায়, সে আর বাঁচে না। কিংবা কোনো জাতের যদি রাজ্য না থাকে, ভাষাও থাকে না।"[৬]

ভাষার এই বিলুপ্তি যেকোনো জাতির বিপন্ন অস্তিত্বেরই যেন বার্তাবাহী। আর তাই রাভা জনজাতি একদিকে যেমন কয়েকটি প্রধান ধর্মের তলায় চাপা পড়ে গেছে, ঠিক তেমনি রাভা মানুষেরা অনেকক্ষেত্রেই নিজেদের নাম বা পরিচয়টাকেও আর ধরে রাখতে পারে নি। বক্তব্যটির সমর্থনে 'বিনদনি' উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, তারা হল জনাদন, বমভোলা ও প্রদ্যুম্ন। নিজেদের কৌম পরিচয়কে মুছে ফেলে তারা কেউ হয়েছে খ্রিস্টান, কেউ মুসলমান, আবার কেউবা হিন্দু। রাভা জনু হয়ে ওঠে জন কেইঝ, বমভোলা হয়ে উঠল বিষাদু মিঞা আর প্রদ্যুম্ন দলো পরিণত হল প্রদ্যুম্ন সিংহে।

'বিনদনি' উপন্যাসের পাশাপাশি অন্য যে উপন্যাসটির নাম এই আলোচনায় উঠে আসে সেটি হল 'মাকচক হরিণ'। আসলে 'বিনদনি' লেখার পরেও রাভা জনজাতি সম্পর্কে অমিয়ভূষণের আগ্রহ ও অনুসন্ধান শেষ হয় নি। তাদের সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর এক প্রবল আগ্রহ বরাবরই ছিল। আর সেই আগ্রহেরই ফসল হল 'বিনদনি' ও তারপর 'মাকচক' নামের গল্প এবং অবশেষে এই 'মাকচক হরিণ'। 'বিনদনি'র মতো এই উপন্যাসেও উঠে এসেছে রাভাদের ওপর ঘনিয়ে আসা বহুবিধ সংকটের কথা, যার মধ্যে এক অন্যতম সংকট হল ভাষার সংকট। বলাই বাহুল্য যে এই দু'টি উপন্যাসই হল একে অপরের পরিপূরক। বলা যেতে পারে যে 'বিনদনি' উপন্যাসেরই ক্রমবিস্তার হল 'মাকচক হরিণ'। ভাষার বিপন্নতা কিভাবে একটি জাতিসত্তার বিপন্নতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার এক বাস্তব রূপ 'মাকচক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরিণ' উপন্যাসেও খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরাজি, বাংলা ও রাজবংশী- মূলত এই তিনটি ভাষার তলায় চাপা পড়ে গেছে রাভা ভাষা, হারিয়ে ফেলেছে নিজের সতেজ অস্তিত্ব। নিজের ভাষাকে হারিয়ে ফেলার থেকে বড় সাংস্কৃতিক সংকট একটি জাতির কাছে বোধ হয় আর কিছুই হতে পারে না। উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র শ্যামচাঁদের ভাবনার সূত্র ধরে সেই অবলুপ্তির চেহারাটাই যেন এই কহিনিবৃত্তে উঠে এসেছে -

> "আগৎ রাভা ভাষার উপর রাজবংশী ভাষা চাপছে। এখন তার সেই রাজবংশীর ভাষার উপর ফিন রেডিওর ভাষা। তার উপর খানিক ইংরাজি। এখন একজনা যুবক-যুবতী নাই যে রাভা ভাষার একটা শব্দ জানে।"[৭]

রাভা ভাষার এই ক্রমবিলুপ্তি সম্পর্কে লেখকের নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রমান এই দুটি উপন্যাস ছাড়াও তাঁর 'মাকচক' গল্পটিতেও পাওয়া যায়। এখানে রাভা ভাষা নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সভার কথা বলা হয়েছে। আর সেই সাহিত্যসভার প্রসঙ্গ ধরেই এই ভাষার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কথা আরও একবার লেখকের কলমে উঠে এসেছে –

> "বেবাক রাভা ক্রৌরাং রুঞ্চুম অর্থাৎ অখিল রাভা সাহিত্য সভা। ...কথাটা ছিল রাভা ক্রৌরাং, কিন্তু দেখা যাচ্ছিল, সব বক্তাই 'কোচ-রাভা' ভাষা বলে উল্লেখ করছে। আর তা শুনে মনে হচ্ছিল, কোচ ভাষা ও রাভা ভাষা এক, আর সে ভাষা বাংলা নয়, অহমিয়া নয়, এমনকি কামরূপে প্রচলিত রাজবংশী ভাষাও নয়, যে ভাষায় অধিকাংশ বক্তা বক্তৃতা দিল। বোঝা যাচ্ছিল কোচ-রাভা ভাষা, বক্তারা যেমন বলছিল, অর্ধ বা পূর্ণ মাগধির সঙ্গে, অথবা প্রাকৃত অথবা সংস্কৃতর সঙ্গে কোনোভাবেই কিছুমাত্র সংযুক্ত নয়। যদিও হয়তো বোড়ো গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে, পুরনো তিব্বতের ভাষার সঙ্গে একাত্মতা আছে। এটাও বোঝা যাচ্ছিল, শ্রোতাদের অধিকাংশ সেই ভাষা সম্বন্ধে খুব কমই জানে। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের প্রথাগুলোর সঙ্গে যুক্ত দুচারটে শব্দ হয়তো কারো কারো জানা থাকতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে একটা পুরো বাক্য কি কেউ বলতে পারে এই মৃত ভাষায়? যদি ভাষাটা মৃতপ্রায় না হত, বক্তারা অহমিয়া-মিশানো কামরূপীতে, বাংলা-মিশানো কামরূপীতে, এমনকি জোন স্মিথসন কেনই বা রাভাশব্দ-মিশানো ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবে?"[৮]

এই সঙ্গত প্রশ্নই আলোড়িত করেছিল নৃতত্ত্বের ছাত্র প্রদ্যুম্ন দলোকে। আর তাই সেই সাহিত্য সভায় যখন রাভা ভাষায় অভিধান লেখার প্রস্তাব ওঠে তখন তার মনে বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন জাগে একথা ভেবে যে –

> "একটা অভিধান লেখা যেতে পারে, এত শব্দ কি কোচ-রাভা ভাষায় আছে"?[৯]

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তীর একটি মূল্যবান মন্তব্য অবশ্যই উল্লেখ্য, যেখানে তিনি বলেছেন -

> "যার ভাষা নেই তার অস্তিত্বও নেই। যে মূক, ইতিহাসের পাতায় তার সাক্ষ্য থাকে না। এমনি করে বহু অলিখিত ইতিহাস আজ মুছে গেছে মানব সভ্যতার তথাকথিত সমুন্নত জাতি-গোষ্ঠীগুলির আগ্রাসনে। ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া তার বিলুপ্তির অন্যতম স্তর। জনজাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে স্বাধীন ভারতবর্ষে অনেক বিধি প্রবর্তিত হয়েছে। জনজাতি-গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে, বিশ্বায়নের খরগতিতে অনেক জনজাতির অস্তিত্ব এভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অমিয়ভূষণের *মাকচক হরিণ* তারই অভ্রান্ত রূপায়ণ। এইভাবে দেখা যায় যে 'রাভা' মানুষেরা তাদের নামও হারিয়ে ফেলেছেন। একজনের নাম জন কেইঝ্- সে খ্রিস্টান; এক ব্যক্তির নাম প্রদ্যুম্ন সিংহ— সে হিন্দু; আবার এক ব্যক্তির নাম বমভোলা— কিন্তু এই হিন্দু ঘেঁষা নামটি যার সে মুসলমান। আসলে গৃহীত ভাষা থেকে আগত নাম রাভাদের কাছে একটা ব্যবহারযোগ্য পরিচিতি মাত্র, সংস্কৃতির জ্ঞাপন নয়।"[১০]

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এসে একটা কথাই বলতে হয় যে একটি জাতির কাছে তার ভাষা হারিয়ে ফেলার মত সংকট আর হয়তো কিছুই হতে পারে না। ভাষা যে কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম তা তো নয়, ভাষা একটি জাতির মৌলিকতারও পরিচয়বাহী। তাই রাভা ভাষার এই ক্রমবিলুপ্তি তাদের জাতিসত্তার মূলে, তাদের অস্তিত্বের মূলেও যেন কুঠারাঘাত করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাছাড়া লিপিহীন ভাষা অনেকটা বল্গাহীন ঘোড়ার মতো। আর রাভা ভাষারও নিজস্ব কোনো লিপি নেই। এটাও তার স্বকীয়তার ক্ষেত্রে একটা অন্তরায়। অমিয়ভূষণ মজুমদার এই ধরণের বহু তথ্যকে সাহিত্যপযোগী কল্পনার সাহায্যে তাঁর রচনায় তুলে এনেছেন। একটি জাতির নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতির ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার যে করুণ কাহিনি তিনি তাঁর পাঠককে শুনিয়েছেন তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

Reference:

১. বিষ্ণু, সুধীর কুমার, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ভাষা-উপভাষা, বইওয়ালা, কলকাতা,২০০৯, পৃ. ২৭৯-২৮০
২. রাভা, ক্ষীরোদ চন্দ্র, কিছু কথা, ডিপসিং পত্রিকা,দয়চাঁদ রাভা(সম্পাদিত), ২০১২, পৃ. ৩৪
৩. রাভা, কলিনচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাভা জনগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, ডিপসিং পত্রিকা, দয়চাঁদ রাভা (সম্পাদিত), ২০১২, পৃ. ৪২-৪৩
৪. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, বিনদনি, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৭ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১১৭
৫. তদেব, পৃ. ১১৮
৬. তদেব, পৃ. ১২২
৭. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মাকচক হরিণ, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৮ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৫৫
৮. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মাকচক, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৮ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৮৩
৯. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মাকচক, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৮ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৮৪
১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, অমিয়ভূষণ মজুমদার ও আদিবাসী চেতনা, দিবারাত্রির কাব্য (অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা), আফিফ ফুয়াদ (সম্পাদিত), কলকাতা, ২০০৩ পৃ. ২৮১-২৮২

Bibliography:

সুমিতা চক্রবর্তী, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৯
রমাপ্রসাদ নাগ, স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০২
রমাপ্রসাদ নাগ, অমিয়ভূষণ ট্রমা চিহ্নিত এপিক, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮
প্রমোদ নাথ, প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের জনজাতি, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫
প্রমোদ নাথ, উত্তরের আদিবাসী উৎসব, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১